দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রসঙ্গ : স্কুল লাইব্রেরি

এক সময় প্রাইমারি স্কুলের নাম ছিল ইউপি স্কুল (আপার প্রাইমারি স্কুল)। চতুর্থ শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার প্রচলন ছিল। হাইস্কুলে পাঠের শুরু ছিল পঞ্চম শ্রেণী থেকে। প্রত্যেক হাইস্কুলে একটা লাইব্রেরি থাকতো। দাতা প্রতিষ্ঠারা লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করতে বিশেষ অবদান রাখতেন। এ অঞ্চলে অলমডাঙ্গা হাইস্কুলের লাইব্রেরি বই ও আসবাবপত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখনো আছে। জমিদার কৃষ্ণবিহারী তাঁর নামে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভবনের নাম ছিল 'কৃষ্ণবিহারী লাইব্রেরি'। ভবনটি জীর্ণ হয়ে পড়লে সরকারি অনুদানে নির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়। সেকালে একজন শিক্ষক সপ্তাহে একদিন শ্রেণীওয়ারি বই লেনদেন করতেন। আমরা লাইব্রেরি বইয়ের নিয়মিত পাঠক ছিলাম। এতে বই পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। আজো তা বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য হয়ে রয়েছি। বর্তমানে লক্ষ্য করি, প্রত্যেক হাইস্কুলে একটা লাইব্রেরি থাকলেও সব ছাত্রছাত্রী বই পড়ে না। বিদ্যানেরা বলেন, ভাষা ও ভালো লেখা শিখতে হলে ভালো পাঠক হতে হয়। বিসিএস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। বিষয়টা মেধা যাচাইয়ের জন্য নয়, ভালো ইংরেজি ও বাংলা জানার জন্য। স্বাধীনতার পর বহু হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে লাইব্রেরিও আছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বই নেই। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির দানে ও সরকারের অনুদানে সেগুলো পুস্তক-সমৃদ্ধ করে তোলা দরকার। শিক্ষকদেরও উচিত বিদ্যার্থীদের লাইব্রেরির বই পড়তে উৎসাহিত করা। এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ শাফায়েত-উল ইসলাম, *বাদেমাজু, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ৭২১০।*